সন্তান যখন কিশোর -কিশোরী: সমস্যা ও প্রতিকার

হটাৎ করেই সন্তানের কিছু কিছু আচরণগত পরিবর্তন আমরা মেনে নিতে পারি না।এতোদিনের বাধ্যগত বাচ্চাটি হয়তো কথা শুনতে চাচ্ছে না। সমস্যাটি শুরু হয় আচমকাই।প্রথম প্রথম হয়তো ব্যাপারটাকে সামান্য অবহেলা করি কিন্তু যতোই দিন গড়ায় সমস্যাটা অনেক প্রকট হতে দেখা দেয়। কারণ, নিজের সন্তানের সাথে বিশাল একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। যেটা মেনে নেয়া মা-বাবার পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। সেই সময়টা হচ্ছে কৈশোর বা টিনেজ ।

কৈশোর বা টিনএজ (thirteen to nineteen) হচ্ছে শিশুকাল আর বয়ঃপ্রাপ্তির অতি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এই সময়ের হরমোন নিঃসরণ টিনএজারদের শরীরকে এবং মনকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতে থাকে। এ সময় সব ধরনের হরমোনের কাজের দ্রুত এবং শক্তিশালী বিচরণ ঘটতে থাকে শরীরে, বস্তুত যার কাজ ঘটে চলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। আর এই কারনে সাময়িক অস্থিতিশীল বা ইমব্যালান্সান্ড আচরণ করতেই পারে শিশু সন্তান।

আমরা এই সময়টাতে শাসন করতে গিয়ে বলতেই পারি, ‘আমরা তো এই সময়টা পাড় হয়ে এসেছি, কিন্তু আমরা তো এমন ছিলাম না!’ কথাটি সত্য কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ বলেও একটা কথা আছে -সেটা মানতে হবে আমাদের। সমস্যাটা যে দ্বিপাক্ষিক -আমরা সেটা বুঝতেও পারি না।কারণ, ঐ সময়ে কেবল শিশুটিই কৈশোরে পদার্পণ করে না, আমাদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্বও কৈশোরে পদার্পণ করে। সন্তানের অবুঝ কিংবা উদ্ভট আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও হয়তো এমন কিছু আচরণ করে ফেলি যা আমাদের সন্তানের কাছে উদ্ভট মনে হতে পারে এবং এই কারণেই দূরত্ব সৃষ্টি হয় কিংবা দূরত্ব আরো বেড়ে যায়।

কৈশোরে আচরণগত পরিবর্তন (সমস্যা):

১। দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের কারণে কিশোর-কিশোরীরা কখনো লজ্জিত বা কখনো আনন্দিত থাকে, কখনো আক্রমণাত্মক, কখনো মনমরা হয়ে থাকে। আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা, অন্তর্দ্বন্ধ এবং অসহায়বোধ এই বয়সের বৈশিষ্ট্য।

২। কোনো কোনো সময় মা-বাবা অথবা পরিবারের সদস্যদের বকাবকি ও

নিপীড়নমূলক আচরণের কারণে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হঠাৎ করে এরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

৩। মা-বাবা, শিক্ষক কিংবা গুরুজনের আদেশ-উপদেশকেও গ্রাহ্য করতে চায় না বরং চরম বিরক্তি প্রকাশ করে।

৪।একাকী ঘরে দরজা বন্ধ করে সময় কাটাতে চায়-সেটা বেডরুম হোক বা হোক বাথরুম। অর্থাৎ নিজের জন্য সে কিছু সময় চায়।

৫। ফ্যাশন সচেতন হয়ে ওঠে হঠাৎ করেই। অসচেতন হয়ে পরে পড়ালেখা সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে।

৬। হঠাৎ করে রেগে যায় সামান্য কিছুতেই, অল্পতেই মুড সুইং খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার তাদের জন্য।

৭। সুযোগ পেলেই নির্ঘুম রজনী কাটাতে চায় এবং এই অনিয়মটাকেই নিয়ম বানিয়ে ফেলতে চায়।

৮। ঠিকমতো খেতে চায় না। বিশেষ করে ঘরের খাবারের প্রতি অনীহা কাজ করে। বাইরের খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে।

৯। কখনো কখনো হতাশা কাটাতে মাদকদ্রব্য, ফেসবুক, ইন্টারনেট ও পর্নো ছবিতে আসক্ত হয়ে পড়ে কোন কোন কিশোর কিশোরী।

১০। কিছু সংখ্যক কিশোর-কিশোরী আবার আবেগের বশে অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়তে পারে।

১১। অনিশ্চয়তা কাটাতে কোন কোন কিশোর -কিশোরী পেশী প্রদর্শণ করতে প্রলুব্ধ হয়। পরবর্তীতে যারা মস্তানী, নির্যাতন কিংবা হত্যার মতো অপরাধ ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পরে।

১২। কারো কারো আচরণে আমূল পরিবর্তন আসা, অস্বাভাবিক রেগে যাওয়া, ধ্বংসাত্মক আচরণ, বন্ধুমহলে আমূল পরিবর্তন, পুরনো বন্ধুরা কোনো কারণে দূরে সরে যাচ্ছে, নতুন নতুন হঠাৎ বন্ধুর অন্তরঙ্গতা পরিলক্ষিত হয়।

১৩। কারো কারো স্কুল-কলেজে ঘণ্টা পালানো, বা প্রায়শই না যাওয়ার ব্যাপারটিও দেখা যায়।

১৪। ধর্মীয় ব্যাপারে অতিউৎসাহী মনোভাব কিংবা ঘরে সবার উপর তার বলপ্রয়োগের চেষ্টা দেখা যায়।

১৫। প্রায়শই হতাশাজনক কথাবার্তা বলা, আত্মহত্যা বা কারও প্রতি জিঘাংসার মনোভাব কারো কারো ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

১৬। সারাক্ষণ নিজের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে থাকা, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দূরত্ব।

সমাধান:(মা-বাবার করণীয় ও সন্তানের করণীয়)
মা-বাবার করণীয়:
১। আপনার সন্তানকে সময় দিন। কর্মজীবী মা-বাবার জন্যে সময় বের করা কষ্টকর হলেও, সন্তানকে দেয়ার মতো একান্ত কিছু সময় বের করতেই হবে এবং তা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যেমন, অন্তত রাতের খাবারে কিংবা ছুটির দিনগুলোতে একসাথে খাওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ সেরে নেয়া এবং বুঝিয়ে বলা যে, ওদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যই এই ব্যস্ততা ও ত্যাগ স্বীকার কর্মজীবী মা-বাবার।

২। আপনার সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন যে, আপনার জীবনে সে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তার ভালো ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা তার নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য কতখানি জরুরী। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একজন আলোকিত দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা তার জন্য কতখানি যুক্তিযুক্ত। আপনার সন্তান যে অনন্য – এই আত্মবিশ্বাস তার মাঝে জাগিয়ে তুলুন।

৩। জীবনের বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপ ও এর স্বাভাবিক বৈশিষ্টগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে বুঝিয়ে বলা যে, বিশেষ করে টিনএজ বা কৈশোরে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের হঠাৎ ভারসাম্যহীনতায় বিব্রত বা অসহায় বোধ না করতে। পড়ালেখা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিনিয়ত আপডেট করার সঠিক পন্থা আপনাকেই দেখাতে হবে, নয়তো সমাজ তাকে ভুলপথে পরিচালিত করতেই পারে।

৪। মা-বাবা যে সবসময় তাদের পাশে আছে-সেটা আচার আচরণ এবং সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝাতে হবে।আপনার সন্তানকে স্পেস দিন যাতে সে মনের ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা আর অসহায়ত্ব আপনার সাথে শেয়ার করতে পারে।

৫।সন্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিন। বন্ধু কিংবা নিকটাত্মীয়ের বাসায় রাত্রিযাপনের অনুমতি দিবেন না কোনক্রমেই। নিজের ঘরেও প্রাইভেট টিউটর কিম্বা অতিথীদের যাতায়াত লিভিংরুম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করুন। আর সেটা সম্ভব না হলে মনিটরিং করুন, সচেতন থাকুন।

মেহেরপুরে স্ত্রীর প্রেমিককে কুপিয়ে জখম!

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে স্ত্রীর প্রেমিককে স্বামী রবিউল ইসলাম মুঠোফোনে ডেকে কুপিয়ে জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় , চকশ্যামনগর গ্রামের কেসমত আলীর ছেলে রবিউল (২৫) এর স্ত্রীর সাথে একই গ্রামের মৃত হিসাব আলীর ছেলে ইজহারুল (৪৫) এর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গতকাল রাতে রবিউল ইসলাম দোকান থেকে বাসায় যায়। বাসায় পৌঁছিয়ে স্ত্রীর সাথে রবিউলকে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকতে দেখে হেসো দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে যখম করেছে।

এ সময় তার চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ডিউটিরত ডক্টর জানান, ইজহারুল ইসলামের মাথার ডান দিকে ভিতরে ও বাহিরে মিলে ১২ টি ও ডান হাতে ৯ টি মোট ২১ টি সেলায় হয়েছে এবং এখন তিনি সুস্থ আছেন।

এই বিষয়ে আহত ইজারুল হক মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আমি কলার ব্যবসা করি, রবিউল আমার লেবারি করে, আমি ওর কাছে কিছু টাকা পেতাম যা দেওয়ার নাম করে আমাকে মোবাইল ফোনে ডেকে বাড়িতে আসতে বলে, আমি বাড়িতে গেলে বসতে যাইগা দেয়, আমি রবিউল ইসলাম ও তার স্ত্রী এক সাথে বসে আছি। হঠাৎ রবিউল বাইরে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে হেসো হাতে করে ঘরে ঢুকে আমাকে বলে তুই আমার স্ত্রীর গায়ে হাত দিলি কেনো, এখন তুই ২০,০০০ টাকা দে না হলে ছাড়বো না গ্রামের মানুষ ডাকবো।

এ সময় আমি তাকে বলি টাকা কি পড়ে আছে নাকি, যে তুই চাইবি আর তোকে দিয়ে দিবো আমি, এমন এক কথায় দু কথায় আমাকে হেসো দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে থাকে। এ সময় আমার চিল্লাচিল্লিতে আসেপাশের মানুষ উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনর্চাজ শাহ দারা খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করা হয়নি, যদি আমাদের কাছে অভিযোগ আসে তবে এর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় কেয়া মল্লিকের নারী উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার অসাধারণ গল্প

বিয়ের পর ইডেন কলেজ থেকে বোটানিতে মাস্টার্স করেন কেয়া। এরই মধ্যে কেয়ার কোলজুড়ে লিনাত নামের একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। স্বামী বেকার কেয়াও বেকার। সচ্ছল পরিবারে বেকারত্ব পেট ভরাতে কষ্ট দেয় না। কিন্ত কেয়া লক্ষ্য করলো তার মনোজগতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। ভেতরটা বিদ্রোহ করতে চাইছে। পরিবারে আলো ছড়াতে চাইছে। সুশিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা পরিবারকে আলোকিত করতে চায়।

এর মধ্যে কেয়া একটি অসাধারণ খবর পেল। ঢাকার একটি কলেজে প্রভাষকের চাকরী হয়েছে তার। কিন্ত এতে বাঁধ সাধলো শ্বাশুড়ীর সাথে কেয়ার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। শ্বাশুড়ীকে ছেড়ে ঢাকায় সেটেল্ড হওয়া কঠিন মনে হল কেয়ার কাছে। কেয়া সিদ্ধান্ত নিল বাড়িতে থেকেই তিনি কিছু একটা করবেন।

ঠিক এসমই ছোট্ট মেয়ে লিনাতকে নিয়ে একটা ঘটনা ঘটে গেল। যে ঘটনা কেয়ার জীবনের দিক ঘুরিয়ে দিল। দোকান থেকে মেয়ের জন্য কিনে আনা সেরেলাক খেয়ে লিনাত অসুস্থ হয়ে পড়ল। কেয়া সেরেলাকের কৌটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উৎপাদনের তারিখ দেখেন। কি কি উপাদানে সেরেলাক তৈরী তাও দেখেন। ঠিক তখনই তার মাথায় এক অসাধারণ আইডিয়া এলো।

৭৮-৭৮৭ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় তিন ফসলি জমিতে রেললাইন স্থাপনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেললাইন স্থাপনের জন্য তিন ফসলি জমি নির্বাচনের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলার কৃষিনির্ভর কোমরপুর ও বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ‘রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটি’ এ মানববন্ধনের আয়োজন করে। শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে এলাকার হাজারো মানুষ অংশগ্রহণ করে।

রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য মোস্তাফিজ কচি জানান, বর্তমান সরকার চুয়াডাঙ্গার সাথে মেহেরপুর জেলার রেলযোগাযোগের জন্য রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

এজন্য পূর্বের প্রস্তাবিত সোজা পথ বাদ দিয়ে নতুন করে কিছু ঘোরা পথে কোমরপুর ও বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মধ্য দিয়ে রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় এলাকার হাজার হাজার হেক্টর তিন ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে অনেক কৃষিজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে বলে আমাদের ধারণা। এরই প্রতিবাদে এলাকাবাসী আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য জাহিদুর রহমান মুকুল জানান, এলাকার উর্বর কৃষি জমিতে রেললাইন স্থাপনের প্রতিবাদে এলাকাবাসী গত ২৭ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক মওলা বক্স, যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু, সদস্য মহাসিন আলী, ইবাদত আলী, ডা. রবিউল হক, জাহিদুর রহমান মুকুল, হযরত

আলী ও মোস্তাফিজ কচি।

বক্তারা বলেন, একটি অসৎ গোষ্ঠির চক্রান্তে পূর্বনির্ধারিত সোজা পথ বাদ দিয়ে ঘোরা পথে রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। চক্রান্তকারীদের নীলনকশা মোতাবেক এলাকার পতিত জমি বাদ দিয়ে উচ্চ ফলনশীল তিন ফসলি কৃষিজমিতে রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা এলাকাবাসীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। এজন্য সরকারের কাছে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবি জানান বক্তারা।

চুয়াডাঙ্গায় তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের কর্মশালা শুরু

সারাদেশের ৩৬ জন তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা শুরু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার মেহেরুন পার্কে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইউটিউব চ্যানেল কৃষি বায়োস্কোপের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন ড. এমএ রহিম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের উপ-পরিচালক নিরোদ চন্দ্র সরকার, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলী হাসান ও সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তালহা জুবায়ের মাসরুর।

কর্মশালা আগত প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, বেসরকারি পর্যায়ে এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন দেশের কৃষির জন্য আশাব্যঞ্জক। এখান থেকে সারাদেশের প্রকৃত উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষিকে এগিয়ে নিতে কাজ করবেন।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, চুয়াডাঙ্গার কৃষি এমনিতেই সমৃদ্ধ। এখানে অনেক ব্যতিক্রমী চাষাবাদ হয়ে থাকে। সারাদেশে তরুণ উদ্যোক্তারা এ কর্মশালা থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তারিখ খুলনাতে নব-নিবার্চিত দর্শনা পৌর পরিষদের শপথ গ্রহণ হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারি-২০১৬ তারিখে পৌর পরিষদের সদস্যরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৬/২/২০১৬ তারিখে নব-নিবার্চিত পরিষদের প্রথম সভা অনষ্ঠিত হয়।

ফলে আগামী ৩০ ডিসেম্বর-২০২০ তারিখে নিবার্চন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভা নিবার্চন ঘিরে ইতোমধ্যে ৯০ দশকের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় ছাত্র নেতার আগামী পৌরসভা মেয়র নিবার্চনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে দলীয় মনোনয়ন কে পাবেন তার উপর নির্ভর করছে এসব ছাত্র নেতাদের মধ্যে কে কে প্রার্থী হবেন।

বিগত ২০১৫ সালের নিবার্চনের সময় দর্শনা পৌর এলাকায় ভোটার সংখ্যা ছিলো ২৪ হাজার ১৯৫ জন। ২০১৫ সালে পৌর মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেয় ৩জন প্রার্থী এরা হলেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থী মতিয়ার রহমান তিনি নৌকা প্রতিকে ১১ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের প্রার্থী আশকার আলী ভোট পেয়েছিলেন ৩ হাজার ৪৫৯ এবং বিএনপি প্রার্থী সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম ৩ হাজার ২৭ ভোট পান। এ তিন জন প্রার্থীকে পৌরবাসী ১৮ হাজার ২৮৫ ভোট প্রদান করেন।

তবে দামুড়হুদা নিবার্চন অফিসের তথ্য মতে ২০২০ সালে দর্শনা পৌরসভায় ২৮ হাজার ৬৮ জন ভোটার আগামী নিবার্চনে ভোট প্রদান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১৩ হাজার ৮৬০ জন এবং নারী ভোটার ১৪ হাজার ২০৮ জন। পুরুষের তুলনায় ৩৪৮ জন নারী ভোটার বেশি।

এছাড়া বিগত ৫ বছরে নতুন ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িছে ৩ হাজার ৮৭৩ জন। আগামী দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনে নতুন প্রজন্মের ভোটারা পুরাতন প্রার্থীকে ভোট দেবেন নাকি নতুন প্রার্থীকে বেছে নেবে তা এখন অপেক্ষার পালা। তবে বিগত দিনে দর্শনা পৌরসভার উন্নয়ন কি হওয়ার কথা ছিল আর কি হয়েছে এ দিকটাও সাধারণ ভোটারা লক্ষ্য করছেন।

গাংনীতে ভুল অপারেশনে গৃহবধূর মৃত্যু’র অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে ভুল অপারেশনে সুরভী খাতুন (১৭) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু’র অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সুরভী খাতুন উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর পশ্চিমপাড়ার দিনমুজুর সুরুজ আলীর মেয়ে ও প¦◌ার্শবর্তী ডাংমড়কা গ্রামের বাঁশিরুল ইসলামের স্ত্রী।

সুরভীর খালু নাজমুল হক জানান, সুরভী খাতুনকে গত বুধবার বিকালে বামন্দীর আল শেফা ক্লিনিকে (ফজলু ক্লিনিক) সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য নেয়া হয়। সেখানে সিজারিয়ান অপারেশন করার পর একটি পুত্র সন্তান হয়। ভুল অপারেশন করার কারণে তার রক্তক্ষরণ শুরু হলে অপারেশনকারী চিকিৎসক ডা: ফজলুল হক রুগীকে ঢাকায় রেফার্ড করে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় সুরভীকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সুরভীর মামা সাহাজুল ইসলাম জানান, অপারেশন করার পর প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় সুরভীর মৃত্যু হয়েছে। ভুল অপারেশন না হলে রক্তক্ষরণ হবে কেন।

সুরভীর পরিবার জানান,৭ হাজার ৫শ’ টাকা চুক্তিতে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য আল শেফা ক্লিনিকের (ফজলু ক্লিনিক) মালিক নজরুল ইসলামের সাথে চুক্তি হয়। ভুল অপারেশনের মাধ্যমে সুরভীকে হত্যা করা হয়েছে। অপারেশনকারী চিকিৎসক কিংবা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে যেন থানায় অথবা সিভিল সার্জন অফিসে অভিযোগ না করি এজন্য নানা ভাবে তদবির ও হুমকি ধামকি দিচ্ছে।

একদিকে মেয়ের মৃত্যু অন্যদিকে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের হুমকি এ নিয়ে তিনি ও পরিবারেরর সদস্যরা বিপাকে পড়েছেন। তারা অভিযুক্ত ডাক্তার ও ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানান।

আল শেফা ক্লিনিকের (ফজলু ক্লিনিক) মালিক নজরুল ইসলাম জানান, সুরভী অসুস্থ ছিলো একারণে তার মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ রোগীকে অপারেশন করালেন কেন জানতে চাইলে তিনি গড়িমশি করেন।

অপারেশকারী চিকিৎসক ফজলুল হক বলেন, সুরভীর একলামশিয়া রোগ ছিলো।

উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তক্ষরণ হওয়ার কারণে সুরভীর মৃত্যু হয়েছে। অপারেশনে কোন ভুল ছিলনা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: এম রিয়াজুল আলম বলেন, আল শেফা ক্লিনিকের (ফজলু ক্লিনিক) বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। প্রয়োজনে ক্লিনিক বন্ধ করার পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হেবে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা: মিজানুর রহমান জানান, ফজলুল হক মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত রয়েছে। মৃত্যু’র ঘটনায় অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, সুরভীর পরিবারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আল শেফা ক্লিনিকের (ফজলু ক্লিনিক) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে মৃত্যু’র সংবাদ পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, মৃত্যু’র ঘটনা দু:খ জনক। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা চাই- মিরন

মেহেরপুরের শুভরাজপুরে নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন।

শুক্রবার শুভরাজপুর ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মতবিনিময় করেন তিনি।

এ সময় ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ সাহার আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, ইউ পি সদস্য আশরাফুল আলম, যুবলীগের সভাপতি আদম আলী, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার বিশ্বাস, তাঁতী লীগের সভাপতি ইমাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর

আলী,

শোলমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আজিজুল হক, কে আর আর এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক খোরশেদ আলম, কুতুবপুর সীমান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আসাদুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

কালীগঞ্জ চাপালী ফুটবল টুর্নামেন্টে ঝিনাইদহের জয়

শনিবার বিকাল ৪ টায় চাপালী যুব সংঘের আয়াজনে মরহুম নূর আলী মন্ডল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ২য় খেলায় মাঠে নামে কালীগঞ্জের বেজপাড়া ফুটবল একাদশ ও ঝিনাইদহ ফুটবল একাদশ।

চাপালী ফুটবল মাঠে বিকাল ৪টায় খেলা শুরু হয়। এ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বেজপাড়া ফুটবল একাদশ ও ঝিনাইদহ ফুটবল একাদশ। খেলা শুরুর ৪ মিনিটে ৯ নং জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় শাকিল প্রথম গোলটি করে ঝিনাইদহ ফুটবল একাদশকে এগিয়ে নেয়। গোল শোধ দিতে মরিয়া বেজপাড়া ফুটবল একাদশ।

এরই মাঝে ১১ মিনিটে আরেকটি গোল করে পুনরায় দলকে এগিয়ে নেয় সেই শাকিল । খেলার ৩৯ মিনিটে তৃতীয় গোল টি করেন ২নং জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় রিয়াজ।

ঝিনাইদহ ফুটবল একাদশ তিন গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে প্রথমার্ধের খেলা।

এরপর শেষার্ধের খেলা শুরুর ৩০ মিনিটের মাথায় নিজের তৃতীয় গোল করে হ্যাট্টিক করেন ঝিনাইদহের শাকিল। ৪-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ঝিনাইদহ ফুটবল একাদশ।